খসড়া বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৪
Foreign Investors' Chamber of Commerce and Industry, Bangladesh - এর
সুপারিশসমূহ

ক্রম	বিধি	প্রস্তাবিত বিধিতে যাহা আছে	**FICCI**-র সুপারিশ	সুপারিশের পক্ষে যুক্তি
১	৭(৫)	যে প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক সরবরাহ করা হইবে উক্ত প্রতিষ্ঠান যে শিল্পের অন্তর্ভুক্ত, উক্ত শিল্পের সংশ্লিষ্ট পদের জন্য সরকার ঘোষিত নিম্নতম মজুরী, অন্যান্য ভাতাদি ও সুবিধার কমপক্ষে ১০% বেশী মজুরী ও ভাতাদি প্রদান করিতে হইবে। কোন প্রতিষ্ঠানে/শিল্পে একই পদে সরকার ঘোষিত নিম্নতম মজুরীর চেয়েও বেশী যদি প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব মজুরী ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকে, সেক্ষেত্রে মজুরী, ভাতাদি ও সুবিধাদির নিচে কোন মজুরী বা ভাতা প্রদান করা যাইবে না।	**প্রস্তাবিত বিধির দ্বিতীয় অংশ বাদ দিয়া শুধুমাত্র প্রথম অংশটুকু রেখে নিম্নলিখিত ভাষায় প্রতিস্থাপন করার সুপারিশ করা হইলঃ** "যে প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক সরবরাহ করা হইবে উক্ত প্রতিষ্ঠান যে শিল্পের অন্তর্ভুক্ত, উক্ত শিল্পের সংশ্লিষ্ট পদের জন্য সরকার ঘোষিত নিম্নতম মজুরী, অন্যান্য ভাতাদি ও সুবিধার কমপক্ষে ১০% বেশী মজুরী ও ভাতাদি প্রদান করিতে হইবে।"	• ঠিকাদার তার শ্রমিককে নিম্নতম মজুরী প্রদান করিবেন । শ্রম আইনের অধীন সকল সুবিধাদি, যেমন বোনাস, ছুটি, ওভারটাইম, গ্রাচুইটি প্রদান করিবেন। কিন্তু ঠিকাদারের শ্রমিককে মূল প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব মজুরী, ভাতাদি ও সুবিধাদি প্রদান করা যুক্তিযুক্ত নহে। • প্রস্তাবিত বিধি কার্যকর হলে ঠিকাদারের শ্রমিকের জন্য সার্ভিস চার্জ, ভ্যাট, ট্যাক্স সহ প্রতিষ্ঠানের খরচ, প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী শ্রমিকের চেয়ে অধিক হবে, যা যুক্তিযুক্ত নহে। • প্রস্তাবিত বিধি কার্যকর হলে প্রতিষ্ঠান সমূহ অনেক কম সংখ্যক ঠিকাদারের শ্রমিক নিযুক্ত করবে এবং আধুনিক প্রযুক্তির উপর বেশী নির্ভরশীল হয়ে পড়বে, যা দেশে বেকারত্বের সংখ্যা বৃদ্ধি করবে।
২	৭(৬)	প্রত্যেক ঠিকাদারী সংস্থাকে লাইসেন্স প্রাপ্তির ছয় মাসের মধ্যে প্রত্যেক সংস্থার পক্ষ থেকে **'..... (সংস্থার নাম) ..... শ্রমিক সমাজিক**	**প্রস্তাবিত বিধিটি নিম্নলিখিত ভাষায় প্রতিস্থাপন করার সুপারিশ করা হইলঃ** "প্রত্যেক ঠিকাদারী সংস্থাকে লাইসেন্স	• প্রস্তাবিত বিধি শ্রম আইন ২০০৬ এর ৩(ক) ধারার সাথে সাংঘর্ষিক।

		নিরাপত্তা তহবিল' নামে যে কোন তফসিলি ব্যাংকে একটি ব্যাংক হিসাব (একাউন্ট) চালু করিতে হইবে; উক্ত ব্যাংক হিসাবে ঠিকাদারী সংস্থায় নিয়োগকৃত ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সরবরাহকৃত প্রত্যেক শ্রমিকের বিপরীতে শ্রমিকের প্রতি বছরের চাকুরীর জন্য গ্রাচুইটি বাবদ প্রাপ্য এক মাসের মজুরীর সমপরিমাণ টাকা জমা রাখিতে হইবে; যাহা শুধুমাত্র শ্রমিকের চাকুরী অবসানে শ্রম আইন অনুযায়ী শ্রমিকের গ্রাচুইটির অর্থ পরিশোধের অংশ হিসেবে শ্রমিককে সরাসরি চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করিতে হইবে। তফসিলি ব্যাংকে এই ধরণের হিসাব খোলা ও পরিচালনার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। শর্ত থাকে যে, লাইসেন্সপ্রাপ্ত ঠিকাদারী সংস্থা কোন কারখানার উৎপাদনমূলক কাজে স্থায়ী কাজের কোন পদের জন্য শ্রমিক সরবরাহ করিবে না এবং শ্রমিক সরবরাহ ব্যতিত অন্য কোনভাবে কোন কারখানার সমুদয় উৎপাদন ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সমুদয় কার্যসম্পাদন করার জন্য চুক্তি সম্পাদন করিতে পারিবেন না। আরও শর্ত থাকে যে, যে সকল প্রতিষ্ঠান তার স্থায়ী কাজের ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে অন্যকোন	প্রাপ্তির ছয় মাসের মধ্যে প্রত্যেক সংস্থার পক্ষ থেকে **'..... (সংস্থার নাম) ..... শ্রমিক সমাজিক নিরাপত্তা তহবিল'** নামে যে কোন তফসিলি ব্যাংকে একটি ব্যাংক হিসাব (একাউন্ট) চালু করিতে হইবে; উক্ত ব্যাংক হিসাবে ঠিকাদারী সংস্থায় নিয়োগকৃত ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সরবরাহকৃত প্রত্যেক শ্রমিকের বিপরীতে শ্রমিকের প্রতি সম্পূর্ণ বছরের চাকুরীর জন্য, তিরিশ দিনের মূল মজুরীর সমপরিমাণ অথবা, যদি প্রদেয় হয় বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ২(১০) অনুসারে গ্রাচুইটি বাবদ প্রাপ্য অর্থের সমপরিমাণ টাকা জমা রাখিতে হইবে; যাহা শুধুমাত্র শ্রমিকের চাকুরী অবসানে শ্রম আইন অনুযায়ী শ্রমিকের গ্রাচুইটির অর্থ পরিশোধের অংশ হিসেবে শ্রমিককে সরাসরি চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করিতে হইবে। তফসিলি ব্যাংকে এই ধরণের হিসাব খোলা ও পরিচালনার জন্য সরকার এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে, যাহাতে ঠিকাদার একক স্বাক্ষরে উক্ত ব্যাংকের অর্থ উত্তোলন করিতে না পারে। এই হিসাবে রক্ষিত অর্থ শ্রমিকের প্রাপ্য এবং উক্ত ব্যাংক হিসাবের অর্থের নিরাপত্তা বিধানের জন্য সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।	• বর্তমান বিশ্বে 'আউটসোর্সিং' এবং ঠিকাদারের মাধ্যমে শ্রমিক নিয়োগ একটি বহুল প্রচলিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা। উন্নত ও উন্নয়নশীল কোন দেশে স্থায়ী ধরনের কাজে ঠিকাদারের শ্রমিক নিয়োগে কোন বাধা নাই। • বহির্বিশ্বের প্রতিষ্ঠিত নীতির বিরুদ্ধে প্রস্তাবিত এই বিধি কার্যকর হলে বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ ব্যাহত হবার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। • ঠিকাদারের শ্রমিকেরা যাহাতে নিম্নতম মজুরী বা তাহার অধিক মজুরী প্রাপ্ত হয় এবং শ্রম আইন ও শ্রম বিধিমালার অধীন সকল অধিকার ও সুবিধাধি প্রাপ্ত হয় তা নিশ্চিত করে বাংলাদেশে অধিক পরিমান কর্মসংস্থান, বৈদেশিক বিনিয়োগ ও উৎপাদন বান্ধব ব্যবসায়িক পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত বিধি এই অংশ বাতিল করে FICCI-র সুপারিশ গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। • খসড়া শ্রম বিধিমালা অনুসারে ঠিকাদারের শ্রমিকেরা ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হবে। শ্রম আইনের ২(১০) ধারায় শ্রমিকের গ্রাচুইটি সমান অর্থ প্রদত্ত হলে ঠিকাদারের শ্রমিক গ্রাচুইটি বাবদ অধিক অর্থ লাভ করবে, যা তাদের আর্থিক নিরাপত্তার জন্য

		প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বা ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে মূল প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বা আংশিক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রমিক নিযুক্ত করিয়াছেন বা রাখিয়াছেন, তারা শ্রম আইন ২০০৬ ও সংশ্লিষ্ট বিধিমালা অনুযায়ী শ্রমিক হিসাবে সকল সুবিধাদি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে মূল প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য শ্রমিকের ন্যায় গণ্য হইবেন এবং আর্থিক সুবিধাদি পাওয়ার যোগ্য হইবেন।	শর্ত থাকে যে, যে সকল প্রতিষ্ঠান অন্যকোন ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে শ্রমিক নিযুক্ত করিয়াছেন বা রাখিয়াছেন - তারা ঠিকাদারের শ্রমিক হিসাবে শ্রম আইন, ২০০৬ ও সংশ্লিষ্ট বিধিমালা অনুযায়ী সকল সুবিধাদি পাওয়ার যোগ্য হইবেন। সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান এই বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।	উপকারী। ● এই ব্যাংক হিসাবে রক্ষিত অর্থ শ্রমিকের প্রাপ্য। উক্ত ব্যাংক হিসাবে রক্ষিত অর্থের উপযুক্ত নিরপত্তা না থাকলে, ঠিকাদার যে কোন সময় সমূদয় বা আংশিক অর্থ তসরুফ করে শ্রমিককে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারে। সে জন্য উক্ত ব্যাংক হিসাবে যাতে ঠিকাদারের একক নিয়ন্ত্রণ না থাকে তা নিশ্চিত করা আবশ্যক।
৩	১৯(৫)	তদন্ত কমিটিতে শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধি, অভিযুক্ত শ্রমিকের লিখিত প্রস্তাবক্রমে উক্ত কারখানা/ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত যে কোন শ্রমিককে বা শ্রমিদের মধ্য হইতে তার প্রতিনিধি মনোনীত করিবেন। তবে অভিযুক্ত ব্যাক্তির নিম্নপদের কাউকে প্রতিনিধি মনোনয়োন করা যাইবে না। তবে শর্ত থাকে যে, আইনের ধারা ২৩(৪)(খ) ও (ছ) এর অধীনে কোন শ্রমিক/কর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনীত হইলে অভিযুক্ত শ্রমিক/কর্মচারী ইচ্ছা করিলে তার প্রতিনিধি হিসাবে কোন আইনজীবি বা উক্ত শ্রমিক যদি কোন ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য হন এবং উক্ত ট্রেড ইউনিয়ন যদি কোন ফেডারেশনের সদস্য হন, সেই ফেডারেশনের কোন প্রতিনিধিকে তার প্রতিনিধি মনোনয়ন করিতে পারিবেন।	বিধি ১৯ (৫) নিম্নলিখিত ভাষায় প্রতিস্থাপন করার সুপারিশ করা হইলঃ “তদন্ত কমিটিতে শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধি, অভিযুক্ত শ্রমিকের লিখিত প্রস্তাবক্রমে উক্ত কারখানা/ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত যে কোন শ্রমিককে বা শ্রমিদের মধ্য হইতে তার প্রতিনিধি মনোনীত করিবেন। তবে অভিযুক্ত ব্যাক্তির নিম্নপদের কাউকে প্রতিনিধি মনোনয়োন করা যাইবে না। মালিক ও শ্রমিকের সম-সংখ্যক প্রতিনিধি সমন্বয়ে তদন্ত কমিটি গঠিত হইবে। মালিক একজন প্রতিনিধিকে তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত করিবেন। যদি প্রতিনিধিসমূহের মতামত সমসংখ্যায় বিভক্ত হয় তবে চেয়ারম্যান একটি অতিরিক্ত ভোট (casting vote) প্রয়োগ করিতে পারিবেন।	● অসদাচরণের জন্য গঠিত তদন্ত কমিটিতে ফেডারেশনের সদস্য, আইনজীবি বা বহিরাগত কোন ব্যক্তি বা প্রতিনিধির উপস্থিতি কোন অবস্থাতেই কাম্য নহে। ● তদন্ত কমিটি সমসংখ্যক শ্রমিক ও মালিক প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত হইবে। কিন্তু যদি প্রতিনিধিসমূহের মতামত সমসংখ্যায় বিভক্ত হয় তবে কি ভাবে সিদ্ধান্ত হইবে তা শ্রম আইনে বা বিধি তে বলা হয়নি। এমতাবস্থায় FICCI--র সুপারিশ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

৪ (ক)	২১৮(ক)	আইনের পঞ্চদশ অধ্যায়ের প্রয়োজনে তহবিলদ্বয়ের সুবিধা প্রাপ্তির যোগ্য সুবিধাভোগী বলিতে আইনের ২(৬৫), ধারা ৪ শ্রমিকের সংগায় ও বিধিমালার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৮নং বিধি অনুযায়ী নিয়োজিত ব্যক্তি এবং ২৩৩(১)(ঝ) ধারায় সুবিধাভোগীর সংগায় বর্ণিত কোন ব্যাক্তিকে যিনি কোন কোম্পানীতে কোন হিসাব বৎসরে অন্তত ৬ (ছয়) মাস চাকুরী পূর্ণ করিয়াছেন তাহাদের বুঝাইবে।	**বিধি ২১৮ (ক) নিম্নলিখিত ভাষায় প্রতিস্থাপন করার সুপারিশ করা হইলঃ** "আইনের পঞ্চদশ অধ্যায়ের প্রয়োজনে তহবিলদ্বয়ের সুবিধা প্রাপ্তির যোগ্য সুবিধাভোগী বলিতে আইনের ২৩৩(১)(ঝ) ধারায় সুবিধাভোগীর সংগায় বর্ণিত কোন ব্যাক্তিকে বুঝাইবে যিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরীর বয়স অবিচ্ছিন্নভাবে ৯ (নয়) মাস পূর্ণ করিয়াছেন এবং তৎপরবর্তী কোন হিসাব বৎসরে অন্তত ৬ (ছয়) মাস অবিচ্ছিন্নভাবে চাকুরী পূর্ণ করিয়াছেন তাহাদের বুঝাইবে।"	• বাংলাদেশ শ্রম আইনের ধারা ২৩৩(১)(ঝ)-তে সুবিধাভোগীর সংগা প্রদত্ত হয়েছে। বিধির মাধ্যমে উক্ত সংগা পরিবর্তনের এবং "আইনের ২(৬৫), ধারা ৪ শ্রমিকের সংগায় ও বিধিমালার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৮নং বিধি" সংযুক্ত করার সুযোগ নাই। যদি করা হয় তবে তা শ্রম আইনের সাথে সাংঘর্ষিক হবে। • ২০১৩ সালের সংশোধনীতে নতুন "সুবিধাভোগী"র সংগা প্রবর্তন করা হয়েছে। এত তাড়াতাড়ি পুনরায় সংগা পরিবর্তন করা হলে প্রতিষ্ঠানসমূহের শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ ও অরাজকতা সৃষ্টির সমূহ সম্ভাবনা বিরাজমান।
৪(খ)	২১৯(ক)	ট্রাস্ট বোর্ড অংশগ্রহণ তহবিলেক ৮০% অর্থ প্রাপ্ত হওয়ার ২ (দুই) মাসের মধ্যে উহার দুই তৃতীয়াংশ আইনের ২৪২(১) ধারা অনুসরণ করিয়া আইনের ২(৬৫), ধারা ৪, ধারা ২৩৩(১)(ঝ) ও বিধিমালার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৮নং বিধি অনুযায়ী নিয়োজিত ব্যক্তি তহবিলে লভ্যাংশ স্থানান্তরের তাবিখে যার চাকুরীর বয়স নয় মাস পূর্ণ হইয়াছে, এমন ব্যক্তি/ সুবিধাভোগীদেও মধ্যে নগদে পদ মর্যাদা নির্বিশেষে সমান অনুপাতে বন্টন করিবে। তবে সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরে তার চাকুরী ৬ (ছয়) মাস পূর্ণ হইতে হইবে।	**বিধি ২১৯ (ক) নিম্নলিখিত ভাষায় প্রতিস্থাপন করার সুপারিশ করা হইলঃ** "ট্রাস্ট বোর্ড অংশগ্রহণ তহবিলেক ৮০% অর্থ প্রাপ্ত হওয়ার ২ (দুই) মাসের মধ্যে উহার দুই তৃতীয়াংশ আইনের ২৪২(১) ধারা অনুসরণ করিয়া আইনের ধারা ২৩৩(১)(ঝ) অনুযায়ী নিয়োজিত ব্যক্তি তহবিলে লভ্যাংশ স্থানান্তরের তাবিখে যার চাকুরীর বয়স অবিচ্ছিন্নভাবে নয় মাস পূর্ণ হইয়াছে, এমন সুবিধাভোগীদের মধ্যে নগদে পদ মর্যাদা নির্বিশেষে সমান অনুপাতে বন্টন করিবে। তবে সংশ্লিষ্ট অর্থ	• বাংলাদেশ শ্রম আইনের ধারা ২৩৩(১)(ঝ)-তে সুবিধাভোগীর সংগা প্রদত্ত হয়েছে। বিধির মাধ্যমে উক্ত সংগা পরিবর্তনের এবং "আইনের ২(৬৫), ধারা ৪ শ্রমিকের সংগায় ও বিধিমালার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৮নং বিধি" সংযুক্ত করার সুযোগ নাই। যদি করা হয় তবে তা শ্রম আইনের সাথে সাংঘর্ষিক হবে। • ২০১৩ সালের সংশোধনীতে নতুন "সুবিধাভোগী"র সংগা প্রবর্তন করা হয়েছে। এত তাড়াতাড়ি পুনরায় সংগা

			বছরে তার চাকুরী অবিচ্ছিন্নভাবে ৬ (ছয়) মাস পূর্ণ হইতে হইবে।"	পরিবর্তন করা হলে প্রতিষ্ঠানসমূহের শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ ও অরাজকতা সৃষ্টির সমূহ সম্ভাবনা বিরাজমান।
৫	পঞ্চদশ অধ্যায়	কোম্পানীর মুনাফায় শ্রমিকের অংশগ্রহণ	ব্যাংক সমূহকে এই অধ্যায়ের প্রয়োগ থেকে অব্যাহতি প্রদানের সুপারিশ করা হইল।	• Bank Companies Act 1991 ব্যাংক সমূহের জন্য প্রযোজ্য। বাংলাদেশ শ্রম আইনের পঞ্চদশ অধ্যায় Bank Companies Act 1991 এর ১১(১)(খ) ধারার সাথে সাংঘর্ষিক।
৬	৩২৪(৬)	যদি প্রযোজ্য প্রতিষ্ঠানে কোন বোনাস প্রথা চালু থাকে সেক্ষেত্রে একই হারে শিক্ষাধীন শ্রমিকেরাও উক্ত সুবিধা পাইবেন।	বিধি ৩২৪(৬) বাদ দেবার জন্য সুপারিশ করা হলো।	• ৩২৪ বিধির (১) উপবিধির সাথে (৬) উপবিধি সাংঘর্ষিক। • ৩২৪ বিধির (১) উপবিধি অনুসারে শিক্ষাধীন সময়কালে শিক্ষাধীন ব্যক্তিকে মালিক "সাপ্তাহিক ও মাসিক বৃত্তি প্রদান করিবেন।" যেহেতু শিক্ষাধীন ব্যক্তি বেতন, ভাতা পাবার যোগ্য নয়, শুধুমাত্র বৃত্তি পাবার যোগ্য, সেহেতু শিক্ষাধীন ব্যক্তির কোম্পানীর শ্রমিকদের সমান বা একই হারে বোনাস পাওয়া যুক্তিযুক্ত নহে।